Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিলুফা আক্তার নিপা

রোলঃ 228020157

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিলুফা আক্তার নিপা

রোলঃ 228020157

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গুনাহের ক্ষতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নিলুফা আক্তার নিপা, আইডিঃ 228020157 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গুনাহের ক্ষতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নিলুফা আক্তার নিপা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

নিলুফা আক্তার নিপা

আইডিঃ 228020157

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

টপিক ১: গুণাহের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ..9

১.১ গুণাহের সংজ্ঞা...9

১.২ গুণাহের প্রকারভেদ 10

১.৩ অন্য দিক থেকে গোনাহের প্রকার 12

টপিক ২ : মানবজীবনে গুনাহের কুপ্রভাব 13

২.১ গুণাহের আত্মিক ক্ষতি 15

২.২ গুণাহের সামাজিক ক্ষতি 20

২.৩ গুণাহের দুনিয়াবি ক্ষতি...22

২.৪: গুণাহের আখিরাতের ক্ষতি 26

টপিক ৩: গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় 28

৩.১ পাপকে বিপজ্জনক মনে করা ও ক্ষুদ্র হলেও, যে কোন পাপ পরিত্যাগে সচেষ্ট হওয়া 29

৩.২ তাওবা (অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়া)...30

৩.৩ মু'মিনদের একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা...31

৩.৪গায়েব অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা :..33

৩.৫ আল্লাহভীতি (তাকওয়া) অর্জন করা...33

৩.৬ ইমান আনা ও আমলে সালেহ করা...34

৩.৭ খারাপ পরিবেশ ও খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা..34

৩.৮ ধৈর্যধারণ ও 'আমলে সালেহ করা..35

৩.৯ নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা করা (মুহাসাবা) 35

৩.১০ জ্ঞান অর্জন ও দোয়া করা 35

টপিক ৪:গুনাহ মাফের আমল...36

টপিক ৫: উপসংহার ও সারসংক্ষেপ..41

তথ্যসূত্র:..42

ভূমিকা

মানবজীবন এক অনন্ত সফর। রুহের জগৎ থেকে এর পরিভ্রমণের সূচনা, দুনিয়া তার কর্মক্ষেত্র, বারজাখ (কবরজীবন) হলো অন্তর্বর্তী সময় এবং আখিরাত হলো এর ফল লাভের ও উপভোগের স্থান। মানুষের কর্ম ও তার ফলাফল এবং পরিণতির ওপর নির্ভর করে বিজয় ও পরাজয়। বিজয় যখন সফল ও সার্থক হবে, তখনই তা যথার্থ হবে; বিজয় যদি বিফল হয়, তবে সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।মানবজীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে—তাঁর ইবাদত ও অনুসরণের মাধ্যমে অনন্তকালীন জান্নাতের উপযুক্ত হওয়া। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তখনই সে গুনাহ বা পাপের পথে পদার্পণ করে। গুনাহ একদিকে যেমন মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে, তেমনি সমাজ, পারিবারিক জীবন, অর্থনীতি এমনকি আখিরাতের জীবনকেও করে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) এর বক্তব্য:

“গুনাহ অন্তরের মধ্যে অন্ধকার সৃষ্টি করে। সে অন্ধকার ব্যক্তি ও সমাজে প্রতিফলিত হয়।”— (আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা ৪৫)

দুনিয়ার প্রত্যেকটি শিশুই ফিতরাত বা স্বভাব-ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। আবার মানুষ মাত্রই কোন না কোনভাবে কখনো না কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় বা শয়তানের ধোঁকায় ভুল-ত্রুটি, গুনাহ-খাতা করে বসে; তা সে গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, জেনে হোক বা না জেনে হোক। শয়তান আল্লাহর নিকট প্রতিজ্ঞা করেই দুনিয়ায় এসেছে যে, সে আদমসন্তানকে আল্লাহর সরল পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবেই। যা আল্লাহ তা‘আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ أَنْظِرْنِىْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ - قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ - قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِىْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ - ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ◌َ

“সে (শয়তান) বলল, ‘সেদিন (ক্বিয়ামাত) পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে’। তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত’। সে বলল, ‘যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন (সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন), সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। ‘তারপর অবশ্যই তাদের

নিকট উপস্থিত হব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না'।" *সূরা আল আ'রাফ ০৭ : ১৪-১৭।*

তাই তো দেখা যায় অধিকাংশ মানুষই জীবনের কখনো না কখনো শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে গুনাহ অর্জন করে।
বর্তমান সময়ে গুনাহের বহুবিধ রূপ ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অশ্লীলতা, সুদ, মিথ্যা, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ, নামাজ পরিত্যাগ, পর্দাহীনতা ইত্যাদি। এসব গুনাহ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। অথচ অনেকেই এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে না, বরং পাপকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের অংশ হিসেবে মেনে নেয়।

এই প্রেক্ষাপটে, গুনাহের প্রকৃত ক্ষতি কী, তা বোঝা এবং বোঝানো অত্যন্ত জরুরি। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহ কেবল একটি নৈতিক ত্রুটি নয় বরং এটি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার একটি বড় মাধ্যম। এ থিসিসে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করব গুনাহ কীভাবে মানুষের আত্মা, সমাজ, দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে এবং কীভাবে মানুষ গুনাহ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর রহমত অর্জন করতে পারে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল—

1. গুনাহের প্রকৃতি ও প্রভাবকে বিশ্লেষণ করা,
2. মুসলিমদের মধ্যে গুনাহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা,
3. এবং গুনাহ থেকে মুক্তির পথনির্দেশ প্রদান করা।

আশা করা যায়, এই গবেষণাকর্ম ব্যক্তি ও সমাজের আত্মশুদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং আমাদের ঈমান ও আমল উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইন শা আল্লাহ।

টপিক ১: গুণাহের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

১.১ গুণাহের সংজ্ঞা

ইসলামী পরিভাষায় গুণাহ (العصيان / الذنب / الإثم) বলতে বুঝায় এমন সকল কার্যকলাপ, যা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।শরীয়তের পরিভাষা ব্যবহারে পাপকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন-যান, খাতীআ'ইসম,সাইয়্যিআ'-ইত্যাদি।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

"গুনাহ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং যে কাজের পরিণামে আল্লাহর গজব ও শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে।"

— (রিয়াদুস সালিহীন)

এর চুড়ান্ত বিপজ্জনক দিক হল, তা মানুষকে দূরে নিক্ষেপ করে আল্লাহ ও তার রহমত হতে, টেনে নেয় আল্লাহর ক্রোধ ও জাহান্নামের ভয়ানক পরিণতির দিকে। পাপের ক্রম ও ধারাবাহিকতা মানুষকে মাওলার সান্নিধ্য হতে ক্রমে দূরে নিক্ষেপ করে।

এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে পূণ: পূণ: এ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, পাপ থেকে দূরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন ও পাপের কারণে অতীত জাতিগুলোর উপর যে-সকল আযাব-গজব ও নিরন্তর দুর্যোগ নেমে এসেছিল-তার বিবরণ তুলে ধরেছেন সবিস্তারে। সাবধান হতে বলেছেন এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

ইরশাদ হয়েছে:-

فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم.

) المائدة(٤٩:

'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, তাদের কিছু পাপের কারণে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতে চান।'[সূরা মায়েদা: ৪৯]

অন্য আয়াতে-

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. :١٠٠)

কোন এলাকার অধিবাসী ধ্বংস হওয়ার পর সেই এলাকার যারা উত্তরাধিকারী الأعراف)
হয়, তাদের কাছে এটা কি প্রতীয়মান হয় না যে, আমি ইচ্ছা করলে পাপের কারণে তাদের শাস্তি দিতে পারি?' [সূরা আ'রাফ: ১০০]

অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে পাপ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন অসংখ্য হাদীসে।

তিনি বলেছেন:-

(رواه البخاري) ... اجتنبوا السبع الموبقات (٢٥٦٠) 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে দূরে থাকবে...' (বুখারী-২৫৬০)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে 'ইজতিনাব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শব্দটি খুবই ইঙ্গিতবহ, কারণ, 'ইজতিনাব'-এর মর্মার্থ হল, পাপ ও পাপের প্রতি মানুষের মনকে লালায়িত করে-এমন যে কোন কিছুকে সযত্নে এড়িয়ে চলা, তাই কেবল পাপ বর্জনের মাধ্যমে রাসূলের উক্ত বাণীর সার্থক প্রতিফলন হবে না।পাপ বর্জনের পাশাপাশি পাপের প্রতি উৎসাহ যোগায় এমন সবকিছু এড়িয়ে চলতে হবে।

১.২ গুণাহের প্রকারভেদ

গুনাহকে মূলত দুইভাবে ভাগ করা যায়:

বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ)

এগুলি এমন পাপ, যেগুলোর জন্য কুরআন-হাদীসে সরাসরি শাস্তির ঘোষণা আছে বা এর কারণে আল্লাহর গজব ও অভিশাপ এসেছে। যেমন:

- শিরক করা
- হত্যা
- যিনা
- মিথ্যা সাক্ষ্য
- সুদ গ্রহণ
- নামাজ পরিত্যাগ
- গিবত বা পরনিন্দা
- পিতা-মাতার অবাধ্যতা

কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

"যারা বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে—তাদের জন্য রয়েছে মহামাফ।"—[সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো..." — (সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৭৬৬)

ছোট গুনাহ (ছগীরা গুনাহ)

এগুলি এমন পাপ, যেগুলো বড় গুনাহের মতো গুরুতর নয়, কিন্তু বারবার করতে করতে তা বড় গুনাহে পরিণত হতে পারে। যেমন:

- অপ্রয়োজনে কথা বলা

- দৃষ্টির গুনাহ (হারাম দেখা)
- অল্প গিবত
- অল্প মিথ্যা
- কারো অনুভূতিতে আঘাত করা ইত্যাদি।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন:
"ছোট গুনাহগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। কারণ পাহাড় গড়ে উঠে ছোট ছোট পাথরের মাধ্যমে।"
— (আল-কাবায়ের, ইমাম যাহাবী)

ছগীরা গুনাহকে লঘু মনে করার ব্যাপারে সাবধানতা:-
ছগীরা গুনাহকে লঘু মনে করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। কেননা, এতে কবীরাহ গুনাহে আক্রান্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।
ছগীরা গুনাহকে লঘুভাবে নেয়ার ভয়ানক পরিণতি কি হতে পারে, তা এখানে আলোচনা করছি:-
(ক) মুসলমানের কর্তব্য, যা কিছু হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। কোনটা ছোট আর কোনটা বড়-তা বিবেচ্য নয়।
রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:-

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.) رواه مسلم - ٤٣٤)

'যা থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করেছি, তা পরিহার কর।'(মুসলিম: ৪৩৪৮)

(খ) মানুষের কর্তব্য, আল্লাহ তা'আলার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে গুনাহ পরিহার করে চলা। কেননা, যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পরিহার করতে বলেছেন, তা পরিহার না করার অর্থ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, অসম্মান দেখানো। সন্দেহ নেই এটা খুবই আপত্তিকর ও গর্হিত কাজ।
তাই, এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তাবেয়ী বেলাল ইবনে সা'দ রা.-এর উক্তি এরূপ-তুমি ছোট অপরাধ করলে, না বড় অপরাধ-তা ধর্তব্য নয়। মূল দেখার বিষয় তুমি কার কথার অবাধ্য হচ্ছো।
(গ) ছোট গুনাহ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:-

إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود
وجاء ذا بعود، حتى أنضجوا) ٢١٧٤٢ وصححه الألباني في الجامع رواه أحمد)
خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه

'তোমরা ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবে। ছোট গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত সেই পর্যটক দলের মত, যারা একটি উপত্যকায় বিশ্রাম নিতে বসল। অতঃপর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি লাকড়ি নিয়ে উপস্থিত হল, অপর ব্যক্তি আরেকটি; পরিণতিতে তাদের রুটি প্রস্তুত হয়ে গেল। এবং ছোট গুনাহের কারণে যদি কাউকে পাকড়াও করা হয়, তবে, সন্দেহ নেই, তা তার ধ্বংসের কারণ হবে।' [আহমদ-২১৭৪২]

(ঘ) ছগীরা গোনাহে মানুষের অভ্যস্ততার ফলে মানুষ ক্রমে অন্যান্য ছগীরা এবং এক সময়ে কবীরা গুনাহে প্রতি লিপ্ত হয়ে পড়ে। ছগীরা গুনাহকে হালকা মনে করে তাতে লিপ্ত হওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়।

১.৩ অন্য দিক থেকে গোনাহের প্রকার

প্রকাশ্য ও গোপন গোনাহ

প্রকাশ্য: সমাজে ঘটে এমন গোনাহ (যেমন: খোলাখুলি অশ্লীলতা, মিথ্যা প্রচার)

গোপন: অন্তরে লুকানো পাপ (যেমন: হিংসা, অহংকার, রিয়া)

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গোনাহ

ব্যক্তিগত: শুধু নিজের ক্ষতির কারণ (যেমন: নামাজ না পড়া)

সামাজিক: অন্যের ক্ষতি করে (যেমন: সুদ, ঘুষ, জুলুম)

টপিক ২ : মানবজীবনে গুনাহের কুপ্রভাব

মুসলিম বলতেই সবারই এ কথা জানা উচিৎ যে, বিষ যেমন শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তেমনিভাবে গুনাহ্ও অন্তরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে তাতে ক্ষতির তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতে যত অকল্যাণ অথবা ব্যাধি রয়েছে তার মূলে রয়েছে গুনাহ্ ও পাপাচার।

এরই কারণে আদম ও হাউওয়া' বা হাওয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) একদা জান্নাত থেকে বের হতে বাধ্য হন।
এরই কারণে শয়তান ইব্লীস আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়।
এরই কারণে নূহ্(আলাইহিস সালাম) এর যুগে বিশ্বব্যাপী মহা প্লাবন দেখা দেয় এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও বস্তু ছাড়া সবই ধ্বংস হয়ে যায়।
এরই কারণে হূদ (আলাইহিস সালাম) এর যুগে ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়।
এরই কারণে সা'লিহ্ (আলাইহিস সালাম)এর যুগে ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে সবাই হৃদয় ফেটে অথবা হৃদয় ছিঁড়ে মারা যায়।
এরই কারণে লুত্ব (আলাইহিস সালাম)এর যুগে তাঁরই আবাসভূমিকে উল্টিয়ে তাতে পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং শুধু একজন ছাড়া তাঁর পরিবারের সকলকেই রক্ষা করা হয়। আর অন্যরা সবাই দুনিয়া থেকে একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়।
এরই কারণে শু'আইব(আলাইহিস সালাম) এর যুগে আকাশ থেকে আগুন বর্ষিত হয়।
এরই কারণে ফির'আউন ও তার বংশধররা লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়।
এরই কারণে ক্বারূন তার ঘর, সম্পদ ও পরিবারসহ ভূমিতে ধসে যায়।

এরই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈল তথা ইহুদিদের উপর এমন শত্রু পাঠিয়ে দেন যারা তাদের এলাকায় ঢুকে তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে, তাদের মহিলা ও বাচ্চাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের সকল সম্পদ লুটে নেয়। এভাবে একবার নয়। বরং দু' দু' বার ঘটে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে কসম করে বলেনঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ [الأعراف: ١٦٧]

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করলেন, তিনি অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের প্রতি এমন লোক পাঠাবেন যারা ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। (সূরা আল আ'রাফ: ১৬৭)

ইবনু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) গুনাহ্'র অপকার সম্পর্কে বলেনঃ হে গুনাহগার! তুমি গুনাহ্'র কঠিন পরিণাম থেকে নিশ্চিন্ত হয়ো না। তেমনিভাবে গুনাহ্'র সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট তার ভয়াবহতা থেকেও। গুনাহ্'র চাইতেও মারাত্মক এই যে, তুমি গুনাহ্'র সময় ডানে-বামের লেখক ফিরিশাদের লজ্জা পাচ্ছো না। তুমি গুনাহ্ করে এখনো হাসছো অথচ তুমিজানো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সাথে কিয়ামতের দিন কি ব্যবহার করবেন। তুমি গুনাহ্ করতে পেরে খুশি হচ্ছো। গুনাহ্ না করতে পেরে ব্যথিত হচ্ছো। গুনাহ্'র সময় বাতাস তোমার ঘরের দরোজা খুলে ফেললে মানুষ দেখে ফেলবে বলে ভয় পাচ্ছো অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে তোমাকে দেখছেন তা ভয় করছো না। তুমি কি জানো আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)কি দোষ করেছেন যার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করেন এবং তাঁর সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর দোষ এতটুকুই ছিলো যে, একদা এক মযলুম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তি যালিমের বিরুদ্ধে তাঁর সহযোগিতা চেয়েছিলো। তখন তিনি তার সহযোগিতা করেননি এবং অত্যাচারীর অত্যাচার তিনি প্রতিহত করেননি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উক্ত শাস্তি দিয়েছেন।
এ কারণেই ইমাম আওযায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ' গুনাহ্ যে ছোট তা দেখো না বরং কার শানে তুমি গুনাহ্ করছো তাই ভেবে দেখো।'

ফুযাইল বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'তুমি গুনাহকে যতই ছোট মনে করবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তা ততই বড় হয়ে দেখা দিবে। আর যতই তুমি তা বড় মনে করবে ততই তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছোট হয়ে দেখা দিবে।'

কখনো কখনো গুনাহ্'র প্রতিক্রিয়া দ্রুত দেখা যায় না। তখন গুনাহগার মনে করে থাকে যে, এর প্রতিক্রিয়া আর দেখা যাবে না। তখন সে উক্ত গুনাহ্'র কথা একেবারেই ভুলে যায়। অথচ এটি একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা-চেতনা।

আবুদ্দারদা' (রাদ্বিয়াল্লহু আনহু)বলেনঃ 'তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত এমনভাবে করো যে, তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। নিজকে সর্বদা মৃত বলে মনে করো। এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বল্প সম্পদ অনেক ভালো এমন বেশি সম্পদ থেকে যা

মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। নেক কখনো পুরাতন হয় না এবং গুনাহ্ কখনো ভুলা যায় না। বরং উহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য।'

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি একদা এক অল্প বয়স্ক ছেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে ভাবতে ছিলেন। তখন তাকে স্বপ্নে বলা হলো যে, তুমি এর পরিণতি চল্লিশ বছর পরও দেখতে পাবে।

গুনাহের পরকালীন শাস্তির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা অনেকেই গুনাহের ইহকালীন কুপ্রভাব সম্পর্কে জানি না। আসলে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। গুনাহ আমাদের জীবনযাপনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কখনো কখনো ব্যক্তির করা গুনাহের প্রভাব ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনো সেই প্রভাব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে এমনকি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা নিয়মিত গুনাহ করে যাচ্ছি। অথচ এসব গুনাহ আমাদের জীবনে কিভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে তা আমরা অনেকেই বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। খারাপ থেকে বাঁচার জন্যই খারাপকে চিনতে হবে।

কবি আবূ ফারাস আল হামদানী বলেছেন :

عرفت الشَّرَّ لا للشَّر ... لكن لتوقِّيهِ

ومن لا يعرف الشَّرَّ ... من النَّاس يقع فيهِ

“আমি খারাপকে চিনেছি, খারাপ কিছু করার জন্য নয় বরং খারাবী থেকে বাঁচার জন্য; আর যে মানুষ খারাপকে চিনবে না সে তাতে পতিত হবে।”[*আল হামাসাহ আল মাগরিবিয়্যাহ, পৃ. ১২৪ (আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ)।]*

কিন্তু কুরআন, হাদীস এবং সালাফে সালিহীনের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায়, এই গুনাহগুলো আমাদের জীবনে কী ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করছে। গুনাহ থেকে বাঁচার অনুভূতি মনের মধ্যে তৈরি করার জন্য গুনাহের কুপ্রভাব জানা জরুরি। তাই নিম্নে কিছু কুপ্রভাব উল্লেখ করা হলো :

২.১ গুণাহের আত্মিক ক্ষতি

আল্লাহ তাআলা তাঁর গুপ্ত ও রহস্যময় অপার শক্তির কুশলতায় মানবসত্তাকে বিকশিত করেছেন,যা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও পরিশুদ্ধ জীবনের মাধ্যমে জ্যোতির্ময় হয়। কিন্তু গুনাহ সেই আত্মাকে কলুষিত করে, অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।একজন মানুষ বাহ্যিকভাবে যত সুন্দর হোক না কেন, গুনাহ তার অন্তরকে নষ্ট করে

দেয়, ফলে তার নেক আমলের আগ্রহ কমে যায়, তাওবা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।গুণাহের আত্মিক ক্ষতিগুলোর মধ্যে অন্যতম-

১)অন্তরের কলুষতা ও কালো দাগ সৃষ্টি হয়

গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে অন্ধকার অনুভব করে। রাতের অন্ধকারে আলোহীন পথিকের যে অবস্থা হয় গুনাহের ভারে নিমজ্জিত ব্যক্তিরও তেমন অবস্থা হয়।
চোখ না থাকার কারণে যেমন অন্ধ ব্যক্তির সামনে দুনিয়ার সবকিছু অন্ধকার মনে হয় তেমনি গুনাহের কারণে চামড়ার চোখ থাকার পরও গুনাহের অন্ধকারে গুনাহগারও হাবুডুবু খায়। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করাই হচ্ছে আসল আলো। আর তাঁর অবাধ্যতাই হচ্ছে অন্ধকার।
অন্ধকার যত বাড়তে থাকে আলোহীন পথিক যেমন বেশি পথ হারায় তেমনি গুনাহগারও যখন গুনাহ মাফ না করিয়ে নতুন নতুন গুনাহ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে সে বিদ‘আত, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে বুঝতেই পারে না যে সে বিপথে চলছে। একসময় সে কোন কিছুকেই গুনাহ মনে করে না। সবকিছুকেই বৈধ ও সঠিক কাজ মনে করে।
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়ালাহু আনহু বলেন,
إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونوراً في القلب ، وسعةً في الرزق، وقوةً في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً في الوجه ، وظلمةً في القلب، ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق، وبغضةً في قلوب الخلق
‘‘সাওয়াবের কাজ হলো চেহারা উজ্জ্বলতা, অন্তরের আলো, রিযেকের প্রশস্তি, শরীরের শক্তি এবং মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী। আর গুনাহ হচ্ছে চেহারার কলুষতা, অন্তরের অন্ধকার, শরীরের দুর্বলতা, রিযেকের সংকট ও মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী।’’
প্রতিটি গুনাহ অন্তরে একটি কালো দাগ সৃষ্টি করে। একসময় সেই দাগগুলো অন্তরকে ঘিরে ফেলে, তখন মানুষ ভালো-মন্দের ফারাক করতে পারে না।
আল-কুরআনে আল্লাহ তায়া’লা বলেছেন -
“না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে পর্দা সৃষ্টি করেছে।”
— (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ১৪)

ইবনে রজব (রহ.) বলেন:
"গুনাহ অন্তরের আলো নিভিয়ে দেয় এবং হৃদয়কে মৃত বানিয়ে ফেলে।"

২)ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া

গোনাহের একটি বড় প্রভাব হলো—মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। নেক কাজে অনাগ্রহ দেখা দেয়, মন উদাসীন হয়ে পড়ে।
রাসূল (সা.) বলেন:
"যখন কেউ গোনাহ করে, তখন তার ঈমান তা থেকে সরে যায়।"
— (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৬৮২)

৩)আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে
যে ব্যক্তি বারবার গুনাহ করে কিন্তু তাওবা করে না, তার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় কমে যায়। সে গুনাহকে হালকা মনে করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়।
রাসূল (সা.) বলেন,
“গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দেয়।”
— (ইবনু মাজাহ, হাদীস: ৪২৪৫)

৪)গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া গুনাহের আর যদি কোনো কুপ্রভাব না থাকতো তাহলে শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি যে, গুনাহের শাস্তি হিসেবে আমরা আর আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবো না- এমন যদি হতো তাহলে তা কতই না ভয়াবহ একটি ব্যাপার হতো। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, আ-মীন।)
গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ও সুযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি, দু’টি, তিনটি করতে করতে আনুগত্যের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এসব আনুগত্যের পথগুলোর এক একটি দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম ছিল।
৫)ইবাদতে মন বসে না
গোনাহ আত্মাকে এতটাই ভারাক্রান্ত করে তোলে যে ইবাদতে মন বসে না। নামাজে খুশু আসে না, কুরআন পড়া বিরক্তিকর মনে হয়।
ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

"যে অন্তর গুনাহে অভ্যস্ত, তার জন্য ইবাদত হয় দায়িত্বের বোঝা।"

৬)জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়া

জ্ঞান ও মুখস্থ শক্তি আল্লাহর দেয়া অনন্য নি'আমত। গুনাহের কারণে আল্লাহ এই নি'আমত তুলে নেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)একদিন মাদীনায় ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর সামনে বসা ছিলেন। তখন ইমাম মালিক ইমাম শাফি'ঈকে দেখে বুঝলেন যে, ছেলেটির মধ্যে প্রতিভা আছে। তাই তিনি তাকে নসীহত হিসেবে বলেন,

إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية

"আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে আলো (জ্ঞান) দান করেছেন, অতএব তুমি এই আলোকে গুনাহের অন্ধকার দিয়ে নিভিয়ে দিও না।"

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই বলেন :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور *** ونور الله لا يهدى لعاصي

"আমি আমার শিক্ষক ওয়াকি'-এর নিকট দুর্বল মুখস্থশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম (অর্থাৎ আমি বললাম যে, আমার মুখস্থশক্তি/স্মৃতিশক্তি দুর্বল। এখন আমি কী করতে পারি?) জবাবে তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করি। তিনি আরও বললেন, জেনে রাখো, জ্ঞান হচ্ছে আলো। আর আল্লাহর আলো তিনি কোন গুনাহগারকে দেন না।"*[ই'য়ানাতুত্ তালিবীন 'আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মু'ঈন, খ. ২, পৃ. ১৬৭।]*

অনেকে বিভ্রান্ত হন যখন দেখেন, কোন গুনাহগারকেও আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি দান করেন। এটা কেন? নিচের আয়াতটি থেকে এর উত্তর জানা যায়:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ - وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তুমি তাদের নিকট সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহবা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা

আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনীসমূহ বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে।"[*সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৭৫-১৭৬]*

ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাউযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)বলেন,

"ففي الآية دليل على أنه ليس كل من آتاه الله العلم فقد رفعه به، إنما الرفعة بالعلم درجة فوق مجرد إتيانه"

"এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেন তাকেই উচ্চমর্যাদা দান করেন না। যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ শুধু জ্ঞানার্জনের চেয়ে অনেক উত্তম ব্যাপার।"

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো যে, আল্লাহ কোন গুনাহগারকে জ্ঞানের আলো দেন না। বাহ্যিকভাবে কাউকে দিয়েছেন বলে দেখা গেলে বুঝে নিতে হবে যে, এটি তার জন্য পরীক্ষা। ক্বিয়ামাতের বিচারের মাঠে তার এই জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। তাই জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখার জন্য গুনাহের কাজ বর্জনের ও জ্ঞানানুযায়ী 'আমলের কোন বিকল্প নেই। সকল মানুষের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে বেশি সচেতন হওয়া জরুরি।

৭) অন্তরে হতাশা ও অস্থিরতা জন্ম নেয়

গুনাহ আত্মিক প্রশান্তি কেড়ে নিয়ে যায়। যে আত্মা এক সময় আল্লাহর স্মরণে শান্তি পেত, গোনাহর কারণে সে আত্মা অস্থির হয়ে পড়ে। এ হতাশা কখনো কখনো মানুষকে আত্মহননের দিকেও ঠেলে দেয়।

আল-কুরআন:

"যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য সংকুচিত জীবন হবে।"

— (সূরা ত্বোহা, আয়াত: ১২৪)

৮)গুনাহ অন্তরকে গাফিল করে দেয় :

গুনাহগার যখন অতিমাত্রায় গুনাহ করতে থাকে তখন তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়। ফলে তার অন্তরে ভালো কিছুর প্রভাব পড়ে না। তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[*https ://islamqa.info/ar/23425; ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তার "আল জাওয়াব আল কাফী" গ্রন্থে উক্ত কুপ্রভাবগুলোর অনেকগুলো উল্লেখ করেছেন।]*

৯)তাওবা ও আত্মশুদ্ধির আগ্রহ কমে যায়

একাধিক গোনাহে জড়িয়ে গেলে মানুষ নিজেকেই সংশোধনের আশা ছেড়ে দেয়। তখন সে ভাবে—"আমার আর উপকার নেই", যা শয়তানের অন্যতম কৌশল।

ইবনে জওযী (রহ.) বলেন:

"গোনাহ মানুষের মাঝে তাওবার পথ বন্ধ করে দেয়। সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে।"
নিয়মিত গুনাহ করতে থাকলে গুনাহ গুনাহগারের অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণাভাব দূর করে দেয়। ফলে সে আর গুনাহকে খারাপ কিছু মনে করে না। তার কাছে গুনাহের কাজগুলো স্বাভাবিক মনে হয়। তাকে গুনাহের কাজ করতে মানুষ দেখছে বা মানুষ তার খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করছে তাতেও তার কিছুই আশে যায় না। সে কিছুই মনে করে না। তার অন্তরে গুনাহের প্রতি কোনো ঘৃণা জাগে না।

১০)গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় :

গুনাহ ধীরে ধীরে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। আর আরো বেশি গুনাহ করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করে দেয়। তার অন্তর থেকে তাওবার ইচ্ছাকে দূর করে দেয়। একসময় সে পুরোপুরিভাবে তাওবাকে পরিত্যাগ করে। একসময় সে মিথ্যাবাদীদের মত শুধু মৌখিক ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করে কিন্তু তার অন্তর থাকে গুনাহের সাথে বাঁধা। সে দিনরাত গুনাহ করতেই থাকে। আর এটিই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ। আর এটিই তাকে আসেত্ম আসেত্ম চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

২.২ গুণাহের সামাজিক ক্ষতি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক জীবনেও শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু গুনাহ শুধু ব্যক্তি নয়, পুরো সমাজকেও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। সমাজের অবক্ষয়, অবিচার, অন্যায়, অশান্তি—সবকিছুর পেছনে গোনাহ একটি বড় কারণ।

মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া :

গুনাহের প্রভাবে মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হয়। কাফিররা আর মুসলিমদেরকে ভয় পায় না। বর্তমানেও এমন অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই মুসলিমরাই ইসলামের প্রথম যুগে অস্ত্রশক্তিতে দুর্বল হওয়ার পরও শুধু ঈমানের ও ‘আমলের বলে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাজিত করেছিল। কিন্তু আজ মুসলিমরা গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও ‘আমলের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।
যে মুসলিমরা শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলেও মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছে সেই মুসলিমরাই আজ পায়ে একটি কাঁটা বিধঁলে ভয়ে ঘর থেকে বের হয় না।

মুসলিমরা আজ ইতিহাসের যে কোন সময়ের তুলনায় সংখ্যায় বেশি হলেও তাদেরকে আজ কাফির-মুশরিকরা পাত্তা দিচ্ছে না। এর কারণ কী? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মৃত্যুভয়। আর মৃত্যুভয় তৈরি হয় গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকলে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

“অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি বলেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীরুতা দূর করে দেবেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! ‘আল ওয়াহ্ন’ কী? তিনি (সা.) বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[*সুনান আবূ দাঊদ : ৪২৯৯, মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৯৭, হাদীসটি সহীহ।]*

পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়

গোনাহ যেমন মিথ্যা, চক্রান্ত, পরনিন্দা, হিংসা, প্রতারণা ইত্যাদি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য নষ্ট করে দেয়। এর ফলে পরিবারে কলহ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

“তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।”

— (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

অন্যায় ও অপরাধ বাড়ে

যখন মানুষ বারবার গুনাহ করে, তখন তার হৃদয় থেকে ন্যায়বোধ চলে যায়। এর ফলে সমাজে চুরি, ধর্ষণ, খুন, জুলুম, ঘুষ ও দুর্নীতি বাড়ে।

আল-কুরআন:

“যখন তারা সীমালঙ্ঘন করল, তখন আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম।”

— (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৬৫)

সমাজে অশান্তি ও অনাস্থা তৈরি হয়

গুনাহের ফলে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা, অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জনগণ শাসকদের উপর আস্থা হারায়, বিচার ব্যবস্থা দুর্বল হয়।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন:
"যে সমাজে অন্যায় ও পাপ ছড়িয়ে পড়ে, সে সমাজ আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ নয়।"

বালা-মুসিবত ও আল্লাহর গজব আসে

গুনাহের কারণে গোটা সমাজ আল্লাহর গজবের শিকার হতে পারে—যদি সেখানে সৎ লোকও থাকে। কারণ, গোনাহের প্রভাব সমগ্র জাতিকে আঘাত করে।
আল-কুরআন:
"আর ভয় করো এমন এক ফিতনা, যা কেবল গুনাহগারদের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না।"
— সূরা আনফাল, আয়াত: ২৫

সমাজের নেককার ব্যক্তিরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়

যখন সমাজে গুনাহ প্রচলিত হয়, তখন নেককার ও সাধু লোকেরাও তার প্রভাব থেকে রেহাই পায় না। তারা চাপা কষ্টে ভোগে, সমাজে নেক আমলের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।
হাদীস:
"যখন কোন জাতি প্রকাশ্যে গুনাহ করতে শুরু করে, তখন আল্লাহ তা'আলা সবার ওপর আজাব পাঠান।"
— (মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ২৫৬৩৬)

২.৩ গুণাহের দুনিয়াবি ক্ষতি

গুনাহের ক্ষতি কেবল আখিরাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই দুনিয়াতেও তার বহু পরিণতি রয়েছে। মানুষ গুনাহ করে মনে করে সে শুধু নিজের ক্ষতি করছে, কিন্তু বাস্তবে এর প্রভাব পড়ে তার জীবনে, পরিবারে, রিজিকে, সম্মানে ও মানসিক শান্তিতে। অনেক সময় গোনাহই হয় দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষার মূল কারণ।

রিযক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া :

গুনাহের কুপ্রভাবগুলো মধ্যে অন্যতম হলো, গুনাহ করলে তা গুনাহকারীর জীবিকা কমিয়ে দেয় বা সে বরকতপূর্ণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা অনেকেই একসময় ভালো ও পর্যাপ্ত খাবার এবং অন্যান্য নি'আমত ভোগ করলেও হঠাৎ দেখি রিযক্ব ও নি'আমত কমে যাওয়া শুরু করেছে। তখন আমরা হতাশ হই, এর কারণ খুঁজি। আসল কারণের কথা হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। সাওবান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

«لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُه”»

“দু'আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় (পরিবর্তন করে) না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছু আয়ুকে বাড়ায় না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।”[*সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০২২, মুসনাদ আহমাদ : ২২৪১৩; মিশকাত : ৪৯২৫, হাদীসটির প্রথমাংশ হাসান লিগাইরিহী, তবে শেষাংশের ইসনাদ য'ঈফ।]*

গোনাহ মানুষকে বরকত থেকে বঞ্চিত করে। অনেক সময় আয় রোজগার বাড়ে, কিন্তু তাতে শান্তি থাকে না। হালাল রিজিক চলে যায়, হারাম প্রবেশ করে।

হাদীস:

“নিশ্চয় বান্দা তার গোনাহর কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।”

— (সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস: ৪০২২)

অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে

গুনাহগার ব্যক্তি সবসময় জানা-অজানা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তাকে দেখেই বোঝা যায় যে, সে ভীত, নিরাপত্তাহীন। যখন কেউ গুনাহ করে তখন সে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়। আর আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এমন এক নিরাপত্তা যার ভিতরে কেউ ঢুকলে সে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

আর যে আল্লাহর আনুগত্যের নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যাবে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, কখন না জানি মৃত্যু চলে আসে, কখন না জানি শাস্তি চলে আসে। সে মৃত্যুকে ভয় পাবে। কারণ সে জানে যে, মারা গেলে পরেই তার প্রাপ্য শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। আর মৃত্যুকে ভয় পাবার কারণে সে ঝুঁকিপূর্ণ যে কোন কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। এভাবে সারাক্ষণ সে ভয়ের মধ্যে কাটাবে, হীনমন্যতায় ভুগবে।

একটা পর্যায়ে তাকে ‘‘ভয়রোগ’’ গ্রাস করে ফেলবে, যা আজকাল পৃথিবীর সবচেয়ে মহামারী রোগ হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সে কোন সৃজনশীল কাজ করতে পারবে না। গোনাহর পর অন্তরে যে পাপবোধ ও সংকোচ জন্ম নেয়, তা অনেক সময় মানুষকে মানসিকভাবে ভেঙে দেয়। ফলে সে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, হতাশা ইত্যাদির মধ্যে পড়ে যায়।

আল-কুরআন:
‘‘যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জীবন হবে সংকুচিত।’’
— সূরা ত্বোহা, আয়াত: ১২৪

অন্তর মরে যাওয়া ও সম্মান মর্যাদা নষ্ট হওয়া

গুনাহ মানুষের অন্তরকে মেরে ফেলে। এর কারণে অন্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়। গুনাহে লিপ্ত থাকা অসম্মানেরও কারণ। সম্মান দেয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর অবাধ্যতা করে সম্মানিত হওয়া যায় না। বরং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া যায়। ফলে সে সকলের আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত হয়।
আল্লাহর ভালোবাসা পেলে যেমন মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায় তেমনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তার বিরাগভাজন হতে হয় এবং অপমানিত হতে হয়।
ইমাম ‘আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها

‘‘আমি দেখেছি গুনাহ অন্তরকে মেরে ফেলে আর সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকা অপমান নিয়ে আসে। গুনাহ পরিত্যাগ করা অন্তরের বাঁচিয়ে রাখে আর নফস্ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত।’’

গুনাহের কারণে সমাজে একজন মানুষের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। অন্যরা তার প্রতি বিশ্বাস হারায়। তার কথার ও আমলের ওজন কমে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন:
"আমি একবার গোনাহ করেছিলাম, তখন জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ি এবং বুঝি যে গোনাহ আলোকে মুছে দেয়।"

লজ্জা-শরম কমে যাওয়া :

গুনাহের কাজ করলে ধীরে ধীরে লজ্জা-শরম কমে যেতে থাকে। তখন সে যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারে, করতে পারে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

"যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।"[*সহীহুল বুখারী : ৬১২০।]*

অর্থাৎ লজ্জাহীন মানুষ যা ইচছা তা-ই করতে পারে। আর লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নাই তার কাছে কল্যাণও থাকার কথা না। তাই লজ্জাহীন মানুষ কল্যাণহীন হতে পারে। আর যখন কারো মধ্যে কল্যাণ থাকবে না তখন তার কর্মকা- বিপথে পরিচালিত হবে। এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যত্র বলেছেন :

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ "লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"[*সহীহুল বুখারী : ৯।]*

শরীরিক ও পারিবারিক ক্ষতি ডেকে আনে

অনেক সময় গুনাহের কারণে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, সন্তানদের অবাধ্যতা, অসুস্থতা, বা হঠাৎ দুর্ঘটনা দেখা দেয়। এসবই গোপন কোনো গুনাহর শাস্তি হতে পারে।

আল-কুরআন:

"তোমাদের যা কিছু বিপদ ঘটে, তা তোমাদের হাতের কামাইয়ের কারণে।"

— সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৩০

দোয়া কবুলে বিলম্ব হয়

গুনাহ মানুষের দোয়া ও ইবাদতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর নিকট তার প্রার্থনা গ্রহণে বাধা পড়ে।

হাদীস:

"এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে দু'হাত তুলে দোয়া করে, অথচ তার খাওয়া হারাম, পরিধান হারাম, তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে?"

— (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০১৫)

দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়া :

গুনাহের কুপ্রভাবে গুনাহগার যখনই কোনো কাজ করতে যায় তখনই সে তাতে বাধাপ্রাপ্ত ও সমস্যায় পতিত হয়। তার উপরে কাজটি কঠিন হয়ে যায়। এর বিপরীতে মুত্তাকী ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করতে যায় তখন আল্লাহ তার জন্য সে কাজকে সহজ করে দেন। তবে তাকে আল্লাহ কখনো কখনো পরীক্ষাও করেন।

২.৪: গুণাহের আখিরাতের ক্ষতি

আখিরাতের জীবনই মানুষের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবন। সেখানে কারও কোনো গোপন বিষয় থাকবে না, এবং প্রতিটি কাজের ফল নির্ভুলভাবে প্রদান করা হবে। এই জীবনে করা গোনাহ যদি তাওবার মাধ্যমে মাফ না হয়, তাহলে আখিরাতে তার ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। গোনাহ মানুষকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া

গোনাহ জান্নাতে প্রবেশের পথে বড় বাধা। বিশেষ করে যেসব গোনাহ আল্লাহ ও বান্দার হক নষ্ট করে, সেগুলোর জন্য জান্নাত হারানোর আশঙ্কা বেশি।

আল-কুরআন:

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং সীমালঙ্ঘন করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

— সূরা আন নিসা, আয়াত: ১৪

জাহান্নামে শাস্তি ভোগ

যদি বান্দা আল্লাহর ক্ষমা না পায়, তাহলে আখিরাতে তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেখানে আগুন, তৃষ্ণা, অপমান, চরম দুঃখ—সব কিছু একসাথে থাকবে।

হাদীস:

রাসূল (সা.) বলেন:

"আমি এমন আগুন দেখেছি, যা এত ভয়ঙ্কর যে যদি তার একটি অংশ দুনিয়ায় আনা হতো, তাহলে সব কিছু পুড়ে যেত।"

— (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৮৪৩)

কিয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনা

গোনাহগার ব্যক্তির আমলনামা যখন প্রকাশ করা হবে, তখন তার সব গোপন পাপ প্রকাশিত হবে। এটি হবে অপমানের চূড়ান্ত রূপ।

আল-কুরআন:

"আজ তোমাদের মুখ বন্ধ করে দেব, তাদের হাত আমাদের সঙ্গে কথা বলবে এবং তাদের

পা সাক্ষ্য দেবে তারা কী করত।"

— সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬৫

হাউজে কাউসার থেকে বঞ্চিত হওয়া

অনেকেই রাসূল (সা.)-এর কাছে হাউজে কাউসার পানির আশায় থাকবে, কিন্তু রাসূল (সা.) বলবেন: "তোমরা তো আমার পরে নতুন নতুন কাজ শুরু করেছিলে!" — এ কথা শুনে তারা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

হাদীস:

"তাদের মধ্যে কিছু লোক আমার হাউজে আসবে, কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আমি বলব: হে রব! এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে: আপনি জানেন না, তারা আপনার পরে কী কী বিদআত চালু করেছে।"

— (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭০৫০)

আল্লাহর দৃষ্টিতে অপমানিত হওয়া

আখিরাতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে, আল্লাহ যদি কোনো বান্দার প্রতি দৃষ্টিও না দেন, কথা না বলেন, এবং তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখেন। এটি চরম অপমান ও শাস্তি।

হাদীস:

"তিন ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ দৃষ্টিও দেবেন না, কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।"

— (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৬)

উপরোল্লিখিত কুপ্রভাবগুলো ছাড়াও গুনাহের আরো অনেক কুপ্রভাব মানবজীবনে রয়েছে। অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো শুধু ভুক্তভোগীই জানে এবং অনুভব করে। গুনাহের কুপ্রভাবে যেমন জীবন সংকীর্ণ ও কষ্টকর হয়ে যায় তেমনি গুনাহ থেকে মুক্তি জীবনকে করে উচ্ছ্বল, সফল ও সুখময়।

টপিক ৩: গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

গুনাহ করাটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক। যেমনটা আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

"প্রত্যেক আদম সন্তানই চরম গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তাওবাকারীগণ।"[*জামি' আত্ তিরমিযী : ২৪৯৯, সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৫১, হাদীসটি হাসান।]*

মু'মিন ব্যক্তি গুনাহকে মনে করে পাহাড়ের মত, যার নিচে সে বসে আছে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গুনাহকে মনে করে মাছির মত, যা তার নাকের ডগায় বসে উড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوبَه كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوبَه كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى أَنْفِه

"ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বড় মনে করে, যেন সে একটা পাহাড়ের নীচে বসা আছে, আর সে আশংকা করছে যে, কখন যেন পাহাড়টা তার উপর ধসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকের উপর দিয়ে চলে যায়।'[*সহীহুল বুখারী : ৬৩০৮।]*

গুনাহ করাটা যেহেতু মানুষের জন্য স্বাভাবিক সেহেতু গুনাহ হয়ে যেতেই পারে। মানুষ যদি গুনাহ না করতো তাহলে আল্লাহ তাদের বদলে অন্য কোন জাতিকে সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করতো এবং পরক্ষণেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো। এ কথাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন এভাবে,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

"সেই স্বত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে বিলীন করে দিয়ে নতুন এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করতো আবার পরক্ষণেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতো। তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।"[*সহীহ মুসলিম : ৭১৪১।]*

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসের উদ্দেশ্য কখনই পাপের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা বা উৎসাহ দেয়া নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর অসীম ক্ষমার ইচ্ছা ও অপার দয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে তোলার তাকিদ দেয়া। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বান্দার গুনাহ হয়ে গেলে সে যেন অহংকার করে বা লজ্জায়

পরে কিংবা হীনমন্যতায় ভুগে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত না থাকে; বরং সাথে সাথে যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার সময় কান্নাকাটি করলে তা মাফ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ জন্যই গুনাহগারের উচিত গুনাহ হয়ে গেলে কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। এই আদেশই নীচের হাদীসে দেয়া হয়েছে :

قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

‘উক্বাহ্ ইবনু ‘আমির (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তির উপায় কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “তুমি নিজের জিহবাকে আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থেকে নিজের পাপের জন্য কান্না কর”।[*মুসনাদ আহমাদ : ২২২৩৫; সুনান আত্ তিরমিযী : ২৪০৬; মিশকাত : ৪৮৩৭, হাদীসটি সহীহ।*]

গুনাহের ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুক্ত থাকতে হলে একজন মুমিনকে সবসময় সচেতন থাকতে হবে। শয়তান ও নফস মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু—এদের প্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা সহজ নয়, তবে ইসলামী জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করলে গোনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব। এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো—কীভাবে একজন মুমিন গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

৩.১ পাপকে বিপজ্জনক মনে করা ও ক্ষুদ্র হলেও, যে কোন পাপ পরিত্যাগে সচেষ্ট হওয়া

ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয় জুড়ে থাকে প্রতিপালকের ভয়, যার মহিমা-মাহাত্ম্য আলোড়িত করে রাখে তার অন্তর জগৎ সারাক্ষণ। প্রতিপালকের অবাধ্য হওয়া কখনোই শুভ মনে হয় না তার কাছে। পাপ তার কাছে ঘৃণ্য-প্রত্যাখ্যাত বস্তু। ঈমানের পরিধি-পর্যায় অনুযায়ী মুমিন ব্যক্তি আল্লাহকে মনে করে বড়ো, আর পাপকে মনে করে ঘৃণ্য অপরাধ।

উদাহরণত: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:-

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون.

(الذاريات(١٨-١٧) :

'তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করে নিদ্রায়। আর রাতের শেষ প্রহরে নিমগ্ন হয় ক্ষমা প্রার্থনায়।' [সূরা যারিয়াত: ১৭-১৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:-

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين
:(آل عمران،(١٦-١٧
والمستغفرين بالأسحار
'যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং, তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদের লেলিহান আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী, এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী।' [সূরা আলে ইমরান ১৬-১৭]
আল্লাহভীতি ও নৈতিক দায়িত্ববোধের কারণেই উল্লিখিত মুমিনগণ শেষ রাতের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কিভাবে মুমিনগণ পাপকে ভয়ের বস্তু মনে করে তার একটা দৃষ্টান্ত প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথায় পাওয়া যায়।

তিনি বলেন:-

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا.) ٦٣٠٨ - (رواه البخاري

'পাপ, ঈমানদার ব্যক্তির কাছে এমন মনে হয় যেন সে পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে। আর এ ভয়ে ভীত যে, পাহাড়টি পড়ে যাবে তার মাথায়। অপরপক্ষে, একজন দুষ্ট ব্যক্তি তার পাপকে দেখে মনে করে মাছি সম, যা তার নাগের ডগা স্পর্শ করে চলে গেছে।' [বুখারী: ৬৩০৮।]

৩.২ তাওবা (অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়া)

জীবন চলার পথে শয়তানের কুমন্ত্রণায় কখনো গুনাহ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থায় একজন মুমিনের কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া, তাওবাহ্ করা এবং ‘আমলে সালেহ (সৎকর্ম) করতে থাকা।

স্বাভাবিকভাবে গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাওবাহ্ করা উচিত। আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لِيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِ الْمُسِيءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلا كُتِبَتْ وَاحِدَةً

‘‘বামপাশের ফেরেশতা গুনাহকারী মুসলিম বান্দার গুনাহ লেখার পূর্বে ছয় ঘণ্টা (একটি নির্ধারিত সময়) কলম তুলে রাখেন (গুনাহ লেখেন না)। (এই সময়ের মধ্যে) গুনাহকারী

ব্যক্তি যদি (তার গুনাহের কারণে) লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে ফেরেশতা তা না লিখে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু (এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যদি গুনাহকারী লজ্জিত হয়ে) ক্ষমা প্রার্থনা না করে তাহলে তার 'আমলনামায় একটি গুনাহ লেখা হয়।"

ক্ষমা চাইতে বা তাওবাহ্ করতে দেরি করা মারাত্মক অন্যায় ও ভুল। কারণ কখন যে মৃত্যু এসে যাবে তা আমরা কেউ জানি না। তাই প্রথমবার গুনাহ করে শয়তানকে খুশি করলেও আল্লাহ ইস্তিগফার ও তাওবার সুযোগ দেয়ার পরও তা না করে দ্বিতীয়বার শয়তানকে খুশি করা কোন মুসলিমের জন্য কখনো উচিত নয়। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত গুনাহ হয়ে যাওয়ার পরপরই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাওবাহ্ করা ও অন্যান্য সুন্নাহসম্মত 'আমল করার মাধ্যমে কৃত গুনাহসমূহ মাফ করিয়ে নেয়া।

সত্যিকার তাওবা গোনাহ মুছে দেয়। যত বড় গোনাহ হোক না কেন, তাওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে দেন।

আল-কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন,

"হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করেন।"

— সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩

তিনি আরো বলেছেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তার উপর অটল থাকে না।"[*সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫।]*

৩.৩ মু'মিনদের একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

যে কোন মু'মিন ব্যক্তি নিজে নিজে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তা যেমন কবূল করেন তেমনি কোন মু'মিন অপর কোন মু'মিনের জন্য যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে বা দু'আ করে তাহলে তাও আল্লাহ কবূল করেন। নাবীগণের মধ্য থেকে আমরা দেখতে পাই ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি চরম অবিচার করে তার ভাইয়েরা যে অন্যায় করেছিলেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তারা তাদের পিতা ইয়া'কূব (আ.)-কে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছিলেন এবং তাদের অনুরোধ শুনে তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করেছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাদের কথপোকথন উল্লেখ করেছেন এভাবে,

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ - قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য ক্ষমা চান। নিশ্চয় আমরা ছিলাম গুনাহকারী'। তিনি বললেন, 'অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার রব-এর নিকট ক্ষমা চাইব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" *সূরা ইউসুফ ১২ : ৯৭-৯৮।*

আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (সা.)-কেও একাধিকবার আদেশ করেছেন মু'মিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। যেমন আল্লাহ বলেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি রূঢ়ভাষী (কঠোর স্বভাবের), কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে মাফ করে দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।"
সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৫৯।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কারো জন্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবূল করতেন এবং যার জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাকে তিনি মাফ করে দিতেন।

নাবী (সা.) সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। নিম্নের আয়াতের বাস্তবায়ন তিনি করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"হে নাবী! তুমি নিজের জন্য এবং মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।" *সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯।*

সহীহ মুসলিম-এর ৬২৩৪ নং হাদীসে এ আয়াতের বাস্তবায়নের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কারো খাবার খেলে তার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। একদিন তিনি এক বাড়িতে দা'ওয়াত খেয়ে তাদের জন্য দু'আ করেছেন এভাবে,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফী মা- রযাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন এবং তাদেরকে মাফ করুন আর তাদের ওপর রহম করুন।

সহীহ মুসলিম : ৫৪৪৯, সুনান আবূ দাঊদ : ৩৭৩১, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৬।

৩.৪গায়েব অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা :

আল্লাহকে আমরা না দেখেই বিশ্বাস করেছি। এটি শুধু ঈমানই নয় বরং সাথে সাথে গুনাহ মাফেরও কারণ। আবার আমরা যখন একা নির্জনে থাকি তখনও আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি। এমন যারা করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

‘‘নিশ্চয় যারা গায়েব অবস্থায় তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।’’

[সূরা আল মুলক ৬৭ : ১২।]

৩.৫ আল্লাহভীতি (তাকওয়া) অর্জন করা

তাকওয়া হলো এমন এক অন্তরগত অবস্থা, যা মানুষকে গোনাহের সময় মনে করিয়ে দেয়—“আমার প্রভু দেখছেন।” যা গোনাহ থেকে বিরত রাখে।

হাদীস:

“তুমি যেখানে থাকো, আল্লাহকে ভয় করো।”— (তিরমিযী, হাদীস: ১৯৮৭)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

‘‘হে মু’মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।’’[*. সূরা আল আনফাল ৮ : ২৯।]*

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَه أَجْرًا

‘‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার পুরস্কারকে মহান করে দেন।’’[*সূরা আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ৫।]*

৩.৬ ইমান আনা ও আমলে সালেহ করা

ঈমান আনা ও ‘আমলে সালেহ করা ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না। আর যারা এই দু’টি কাজ করতে পারে তাদের জন্য জান্নাতসহ অনেক পুরস্কার রয়েছে। তবে তাদের অন্যতম পুরস্কার হচ্ছে গুনাহ মাফ হওয়া।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

“আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম ‘আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করত।”[*সূরা আল ‘আনকাবূত ২৯ : ৭।]*

কুরআন ও হাদীসে গুনাহ মাফের জন্য ইস্তিগফার ও তাওবার পাশাপাশি আরও কিছু ‘আমল বর্ণিত হয়েছে যেগুলো করলে অনেক গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা সে ‘আমলগুলো না জানার কারণে এবং না করার কারণে আমাদের গুনাহগুলো মাফ করাতে পারি না। অথচ সেগুলো খুবই সহজ ‘আমল। এই ‘আমলগুলো করলে আমাদের গুনাহগুলো মাফ হয়ে যেতে পারে, ইনশা-আল্লা-হ।

নিয়মিত নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর, দান-সদকা করলে গোনাহের প্রবণতা কমে যায়। ভালো আমল গোনাহকে মুছে দেয়।

আল-কুরআন:

“নিশ্চয়ই ভালো কাজগুলো মন্দ কাজগুলোকে মুছে দেয়।”

— সূরা হূদ, আয়াত: ১১৪

৩.৭ খারাপ পরিবেশ ও খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা

পাপ করার অন্যতম কারণ খারাপ বন্ধু ও পাপপ্রবণ পরিবেশ। সৎ সঙ্গ, মসজিদ কেন্দ্রিক জীবনধারা মানুষকে গোনাহ থেকে রক্ষা করে।

হাদীস:

“মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে, সুতরাং দেখে নাও, তোমার বন্ধু কে।”

— (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩)

৩.৮ ধৈর্যধারণ ও 'আমলে সালেহ করা

জীবন চলার পথে ধৈর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে ঈমান আনার পরে ধৈর্যধারণ বেশি দরকারী। ধৈর্যের সাথে সাথে 'আমলে সালেহ করাও জরুরি। তাহলেই ক্ষমা মিলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

"তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"

[সূরা হূদ ১১ : ১১।]

৩.৯ নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা করা (মুহাসাবা)

প্রতিদিন নিজের কাজ পর্যালোচনা করলে গোনাহ সহজে ধরা পড়ে এবং সংশোধনের সুযোগ থাকে।

হাদীস:

"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে ও মৃত্যুর পরে জন্য কাজ করে।"

— (তিরমিযী, হাদীস: ২৪৫৯)

৩.১০ জ্ঞান অর্জন ও দোয়া করা

ইসলামী জ্ঞান মানুষকে গোনাহ সম্পর্কে সচেতন করে এবং দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া গোনাহ থেকে বাঁচার বড় অস্ত্র।

আল-কুরআন:

"বলুন, হে আমার রব! জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"

— সূরা ত্বোহা, আয়াত: ১১৪

টপিক ৪:গুনাহ মাফের আমল

উযূ করা :

কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পদ্ধতিতে উযূ করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। একদিন তৃতীয় খলীফা ‘উসমান বিন ‘আফফান উযূ করার পর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আমার এই উযূর মত উযূ করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি বললেন,

مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَكَانَتْ صَلَاتُه وَمَشْيُه إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

“যে ব্যক্তি এরূপ উযূ করবে, তার পূর্বের পাপরাশি মাফ করা হবে এবং তার সলাত ও মাসজিদের দিকে চলার সাওয়াব অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে।”[*সহীহ মুসলিম : ৫৬৬।]*

সুন্দর করে উযূ করে দুই রাক্‘আত সলাত আদায় করা :

শুধু উযূ করলেও যেমন গুনাহ মাফ হয় তেমনি অন্য হাদীস মোতাবেক কেউ যদি সুন্দরমত উযূ করে কোন ভুল ছাড়াই পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দুই রাক্‘আত সলাত আদায় করে তাহলেও তার বিগত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী বলেন, নাবী (সা.) বলেছেন :

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَه ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوَ فِيْهِمَا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

“যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযূ করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাক‘আত সলাত আদায় করে, সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।”[*সুনান আবূ দাঊদ : ৯০৫; সহীহুত তারগীব : ২২১ হাদীসটি সহীহ।]*

রমাযানের সিয়াম পালন করা :

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

“যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রমাযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।”[*সহীহুল বুখারী : ৩৮, ২০১৪, সহীহ মুসলিম : ১৮১৭।]*

রমাযানে ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করা :

রমাযান মাসে ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতের সলাত (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) আদায় করলে বিগত জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

“যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।”[3]

[সহীহুল বুখারী : ৩৭, ২০০৯, সহীহ মুসলিম : ১৮১৫-১৮১৬।]

লাইলাতুল কদরের সলাত আদায় করা :

লাইলাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদরে বেশি বেশি নফল সলাত আদায় করলে পূর্বের জীবনের সমস্ত পাপ মাফ করে দেয়া হয়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।"[*সহীহুল বুখারী : ১৯০১, ২০১৪, সহীহ মুসলিম : ১৮১৭।]*

হিজরত করা :

হিজরত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন তেমনি অসংখ্য সাহাবী মক্কা থেকে হাবাশায় এবং মদীনায় হিজরত করেছেন। হিজরতও পূর্বের গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সা.) বলেছেন :

وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا

"হিজরত তার পূর্বের গুনাহসমুহ মুছে দেয়।"[*সহীহ মুসলিম : ৩৩৬।]*

হাজ্জ করা :

হিজরতের মত হজ্জও এর পূর্বের গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়। 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সা.) বলেছেন :

وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه

"হজ্জও পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।"[*সহীহ মুসলিম : ৩৩৬।]*

রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহর প্রশংসা করা :

একদিন শাদ্দাদ বিন আওস ও সুনাবিহী এক রোগীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ সকালে তুমি কেমন আছ?' লোকটি বলল, (আল্লাহর) নি'আমতে আছি। শাদ্দাদ বলল, পাপসমূহ মাফ হয়ে যাওয়া এবং গুনাহসমূহ ঝরে যাওয়ার সুসংবাদ নাও। আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সা.) বলেছেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّىْ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِىْ عَلٰى مَا ابْتَلَيْتُه فَإِنَّه يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِه ذٰلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِىْ وَابْتَلَيْتُه وَأَجْرُوا لَه كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَه وَهُوَ صَحِيْحٌ

"আল্লাহ বলেন, 'আমি যখন আমার কোন মু'মিন বান্দাকে (রোগ-বালা দিয়ে) পরীক্ষা করি এবং সে ঐ রোগ-বালাতে আমার প্রশংসা করে, তখন সে তার ঐ বিছানা থেকে সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ওঠে, যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন।' রবব তাবারাকা ওয়া তা'আলা (কিরামান কাতিবীনকে) বলেন, আমি আমার বান্দাকে (অনেক 'আমল থেকে) বিরত রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করেছি। সুতরাং তার জন্য সেই 'আমলের সাওয়াব লিখতে থাক, যে 'আমলের সাওয়াব তার সুস্থ অবস্থায় লিখতে।" [*মুসনাদ আহমাদ : ১৭১১৮; সহীহুত তারগীব : ৩৪২৩, হাদীসটি সহীহ, সিলসিলা আস-সহীহাহ্ : ১৬১১*]

পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা :

গুনাহ মাফের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সলাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْدَرَنِه شَىْءٌ . قَالُوا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَىْءٌ.قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

"বল তো! তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে যদি তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তবে তার (শরীরে) কোন ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বললেন, কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত এটিই। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা পাপ মোচন করেন।"

[সহীহুল বুখারী : ৫২৮, ৫৬৪০, সহীহ মুসলিম : ৬৭৩০, শব্দ মুসলিমের।]

ক্বিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ সলাত) আদায় করা :

ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করা খুবই ফযীলতের 'আমল। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল। পরবর্তীকালে সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবে তাবি'ঈ ও সালাফে সালিহীনের নিয়মিত 'আমল ছিল। আর এটির অনেকগুলো উপকারিতার মধ্যে এটিও একটি যে, এই সলাত তার আদায়কারীর গুনাহ মাফের উপায় হয়। আবূ উমামাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّه دَأْبُ الصَّالِحَيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوْ قَرْبَةٌ إِلٰى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمُنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ

"তোমরা ক্বিয়ামুল লাইল (রাতের সলাত/তাহাজ্জুদ) আদায় করো। নিশ্চয় এটি তোমাদের পূর্বেকার নেকাকার ব্যক্তিদের অভ্যাস। আর এটি তোমাদের রবের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, গুনাহসমূহ মাফের উপায় ও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রতিবন্ধক।"

[জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৪৯, হাদীসটি হাসান, ইরওয়াউল গালীল : ৪৫২।]

দান-সদাক্বাহ্ করা :

দান-সদাক্বাহ্ একদিকে যেমন আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার ও তাঁর ক্রোধ প্রশমনের মাধ্যম তেমনি তা দাতার গুনাহ মাফেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দান-খয়রাত করলে পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমরা যদি সদাক্বাহ্ প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে 'আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"

[সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৭১।]

সালাম প্রদান করা ও সুন্দর কথা বলা :

মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সালামের আদান-প্রদান অন্যতম প্রাচীন রীতি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 'আমল, যার মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ও সাওয়াব অর্জিত হয়। কিন্তু সালামের সাথে সাথে সুন্দর কথা বলাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই দু'টি কাজ বান্দাকে গুনাহ থেকে মুক্তি দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

إِنَّ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ

"সালাম প্রদান ও সুন্দর কথা বলা মাগফিরাত বা ক্ষমাকে আবশ্যক করে দেয়।"

[সহীহ আল জামি' : ২২৩২, হাদীসটি সহীহ।]

সূরা আল মুল্‌ক তিলাওয়াত করা :

কুরআনের যে কয়টি সূরার কিছু নির্দিষ্ট ফযীলত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সূরা হলো সূরা আল মুল্ক। এই সূরাটি গুনাহ মাফের অন্যতম উপায় হতে পারে। আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণিত। নাবী (সা.) বলেছেন :

إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَه وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

"ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট কুরআনের একটি সূরা পাঠের কারণে যদি তা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। সেই সূরাটি হল 'তাবা-রাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্ক' (সূরা আল মুল্ক)।"

[জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৪০, হাদীসটি হাসান]

ক্রয়-বিক্রয় ও পাওনা আদায়ে উদার হওয়া :

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ক্রয়-বিক্রয় ও পাওয়া আদায় করা অন্যতম কাজ। এসব ক্ষেত্রে অনেকেই কঠোরতা আরোপ করেন এবং কঠোর আচরণ করেন। সুযোগ থাকার পরও উদারতা দেখান না। অথচ এসব ক্ষেত্রে উদার হওয়া গুনাহ মাফের অন্যতম উপায়। জাবির থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرٰى سَهْلًا إِذَا اقْتَضٰى

"তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। সে বিক্রির ক্ষেত্রে ছিল উদার-সহজ, ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছিল উদার, তাগাদার ক্ষেত্রেও ছিল উদার।"

[জামি' আত্ তিরমিযী : ১৩২০, হাদীসটি সহীহ।]

চুল সাদা হওয়া :

বার্ধক্যজনিত কারণে কারও চুল বা দাড়ি যদি পেকে যায় (সাদা হয়) তাহলে প্রতিটি সাদা চুলের বিনিময়ে গুনাহ মাফ হয়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

لَا تنتفوا الشَّيْبَ فَإِنَّه" نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَّ شَيْبَةَ فِى الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَه بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ وَرُفِعَ لَه بِهَا دَرَجَةٌ

"তোমরা সাদা চুল উপড়ে ফেলো না কেননা সেগুলো ক্বিয়ামাতের দিন আলো হবে। আর যে মুসলিম ব্যক্তির চুল (বার্ধক্যজনিত কারণে) সাদা হয় তার প্রতিটি সাদা চুলের বিপরীতে ১টি করে সাওয়াব তার 'আমলনামায় লেখা হয় এবং ১টি করে গুনাহ মাফ করা হয় এবং ১টি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।"

[সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৯৮৫, সনদ হাসান।]

এছাড়াও কুরআন হাদীসে বর্ণিত অনেক গুণাহ মাফের আমল,দুআ আছে যা দ্বারা বান্দা গুণাহমুক্ত হতে পারে।

টপিক ৫: উপসংহার ও সারসংক্ষেপ

মানবজীবনে গোনাহ একটি ভয়াবহ ব্যাধির নাম। এটি যেমন ব্যক্তিগত জীবনের শান্তি নষ্ট করে, তেমনি সামাজিক, পারিবারিক ও আখিরাতের জীবনকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। গোনাহর ক্ষতির দিকগুলো আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি—এর পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় দিকেই গভীর প্রভাব রয়েছে। রিজিক থেকে বরকত উঠে যাওয়া, মানসিক অস্থিরতা, সম্মানহানি, পরিবারে অশান্তি, দোয়া না কবুল হওয়া ইত্যাদি দুনিয়াবি ক্ষতির পাশাপাশি রয়েছে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা, কিয়ামতের অপমানজনক অবস্থা ও আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকার মতো ভয়াবহ পরিণতি।

তবে আশার বিষয় হলো- গুণাহের ভয়াবহ পরিণতির আর শাস্তির হুশিয়ারি থাকলেও, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য তাওবার দরজা সবসময় খোলা রেখেছেন। একজন পাপী যদি অন্তর থেকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং পূর্বের সব পাপ মুছে দিয়ে তাঁর জন্য উত্তম জীবনের ব্যবস্থা করে দেন।
গুনাহে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মাহকে গুনাহের মহাসমুদ্র থেকে উদ্ধারের জন্য মহান আল্লাহ যেমন নিজের নাম রেখেছেন গাফুর, গাফ্ফার, রহমান, রহীম, তাওয়াব তেমনি তিনি এমন কিছু পদ্ধতি ও 'আমল তাঁর রাসূল (সা.)-এর মাধ্যেমে শিক্ষা দিয়েছেন যা করলে কোন গুনাহগার বান্দা আর গুনাহে নিমজ্জিত বা গুনাহযুক্ত থাকবে না।

সারসংক্ষেপে কয়েকটি মূল শিক্ষা:

1. গুনাহ শুধু আখিরাত নয়, বরং দুনিয়ার শান্তিও নষ্ট করে।
2. গুনাহর ফলে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে চলে যায়।
3. সত্যিকারের তাওবা ও তাকওয়ার মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচা যায়।
4. সৎ সঙ্গ, ইলম অর্জন ও ইবাদতের মাধ্যমেই গুনাহ প্রতিরোধ সম্ভব।
5. সমাজের প্রতিটি স্তরে গুনাহর ভয়াবহতা তুলে ধরা ও আত্মশুদ্ধির চর্চা আবশ্যক।

শেষ কথা:

এ থিসিসের মাধ্যমে পাঠকগণ গুনাহের ক্ষতির ব্যাপারে অবগত হবেন এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার অনুপ্রেরণা লাভ করবেন—এটাই আমাদের কামনা ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন এবং নিজের রহমতের ছায়ায় রাখুন।

আমিন।

তথ্যসূত্র:

1. *আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা ৪৫*
2. *রিয়াদুস সালিহীন, ভূমিকা*
3. *আল-কাবায়ের, ইমাম যাহাবী*
4. *আল হামাসাহ আল মাগরিবিয়্যাহ, পৃ. ১২৪ (আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ)*
5. *ই'য়ানাতুত্ তালিবীন 'আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মু'ঈন, খ. ২, পৃ. ১৬৭।]*
6. *ইমাম গাযযালী (রহ.), ইহইয়া উলুমুদ্দীন*
7. *গুনাহ মাফের উপায় , শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল (রহ.)*
8. *গুনাহর অপকারীতা,মুস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ।*
9. *পাপ আকার-প্রকৃতি,প্রভাব ও প্রতিকার,আল মুনতাদা আল ইসলামি কেন্দ্রীয় কার্যালয়,গবেষণা পরিষদ।*
10. *ইমাম শাফেয়ী (রহ.), দিওয়ানুশ শাফেয়ী*
11. *ইবনে রজব (রহ.), জামি'উল উলূম*
12. *ইবনে জওযী (রহ.), তালবিস ইবলীস*

আল কুরআন :

1. *সূরা আল আ'রাফ ০৭ : ১৪-১৭।*
2. *সূরা মায়েদা: ৪৯*
3. *সূরা আ'রাফ: ১০০*
4. *সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩২*
5. *সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩১*

6. সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ১৪
7. সূরা ত্বোহা, আয়াত: ১২৪
8. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৬৫
9. সূরা আনফাল, আয়াত: ২৫
10. সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৩০
11. সূরা ত্বোহা: ১২৪
12. সূরা আন নিসা: ১৪
13. সূরা ইয়াসীন: ৬৫
14. সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩
15. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫।
16. সূরা ইউসুফ ১২ : ৯৭-৯৮।
17. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৫৯।
18. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯।
19. সূরা আল মুলক ৬৭ : ১২।
20. সূরা আল আনফাল ৮ : ২৯।
21. সূরা আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ৫।
22. সূরা আল 'আনকাবূত ২৯ : ৭।
23. সূরা হূদ, আয়াত: ১১৪
24. সূরা হূদ ১১ : ১১।
25. সূরা যুমার: ৫৩
26. সূরা হূদ: ১১৪
27. সূরা ত্বোহা: ১১৪
28. সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬৫
29. সূরা যারিয়াত: ১৭-১৮
30. সূরা আলে ইমরান ১৬-১৭
31. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৭১
32. সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩
33. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫
34. সূরা ইউসুফ ১২ : ৯৭-৯৮
35. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৫৯
36. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯

37. সূরা আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ৫
38. সূরা আল আনফাল ৮ : ২৯

আল-হাদীস:

1. বুখারী-২৫৬০
2. সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৭৬৬)
3. সহীহ বুখারী: হাদীস: ২৭৬৬
4. আবু দাউদ, হাদীস: ৪৬৮২
5. ইবনু মাজাহ, হাদীস: ৪২৪৫
6. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪
7. মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ২৫৬৩৬
8. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪
9. মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ২৫৬৩৬
10. সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস: ৪০২২
11. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০১৫
12. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০১৫
13. সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস: ৪০২২
14. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৮৪৩, ১০৬
15. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭০৫০
16. সহীহ মুসলিম : ৫৪৪৯,সুনান আবূ দাঊদ : ৩৭৩১, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৬।
17. তিরমিযী, হাদীস: ১৯৮৭
18. আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩
19. তিরমিযী, হাদীস: ২৪৫৯)
20. তিরমিযী, হাদীস: ১৯৮৭, ২৪৫৯
21. আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩
22. সহীহ মুসলিম : ৫৬৫
23. সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৯৮৫, সনদ হাসান।
24. সুনান আবূ দাঊদ : ৪২৯৯, মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৯৭, হাদীসটি সহীহ
25. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪
26. সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০২২, মুসনাদ আহমাদ : ২২৪১৩; মিশকাত : ৪৯২৫, হাদীসটির প্রথমাংশ হাসান লিগাইরিহী, তবে শেষাংশের ইসনাদ য‘ঈফ।

27. জামি‘ আত্ তিরমিযী : ১৩২০, হাদীসটি সহীহ।
28. সহীহুল বুখারী : ৬১২০
29. সহীহুল বুখারী : ৯
30. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৬
31. জামি‘ আত্ তিরমিযী : ২৪৯৯, সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৫১, হাদীসটি হাসান।
32. সহীহুল বুখারী : ৬৩০৮
33. সহীহ মুসলিম : ৭১৪১
34. মুসনাদ আহমাদ : ২২২৩৫; সুনান আত্ তিরমিযী : ২৪০৬; মিশকাত : ৪৮৩৭, হাদীসটি সহীহ।
35. সহীহ মুসলিম : ৫৪৪৯, সুনান আবূ দাউদ : ৩৭৩১, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৬
36. সুনান আবূ দাউদ : ৯০৫; সহীহুত তারগীব : ২২১ হাদীসটি সহীহ।
37. সহীহুল বুখারী : ৩৮, ২০১৪, সহীহ মুসলিম : ১৮১৭।
38. সহীহুল বুখারী : ৩৭, ২০০৯, সহীহ মুসলিম : ১৮১৫-১৮১৬।
39. সহীহুল বুখারী : ১৯০১, ২০১৪, সহীহ মুসলিম : ১৮১৭।
40. সহীহ মুসলিম : ৩৩৬।
41. সহীহ মুসলিম : ৩৩৬।
42. মুসনাদ আহমাদ : ১৭১১৮; সহীহুত তারগীব : ৩৪২৩, হাদীসটি সহীহ, সিলসিলা আস-সহীহাহ্ : ১৬১১।
43. সহীহুল বুখারী : ৫২৮, ৫৬৪০, সহীহ মুসলিম : ৬৭৩০, শব্দ মুসলিমের
44. জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৫৪৯, হাদীসটি হাসান, ইরওয়াউল গালীল : ৪৫২।
45. সহীহ আল জামি‘ : ২২৩২, হাদীসটি সহীহ।
46.
47. জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৫৪০, হাদীসটি হাসান।
48. জামি‘ আত্ তিরমিযী : ১৩২০, হাদীসটি সহীহ।
49. সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৯৮৫, সনদ হাসান।

website:
https://www.hadithbd.com/
https://m.islamqa.info/bn?traffic_source=main_islamqa
https://www.alkawsar.com/bn/article/3403/